হারিসুল হক

গৌতম কহেন

একং চজে কুলস্‌সত্থং, গামস্‌সত্থং কুলং চজে;
গামং চজে জনপদত্থং, অত্তত্থং পঠবীং চজে।

অর্থাৎ কুলের মঙ্গলের জন্য একজনকে ত্যাগ কর, গ্রামের জন্য কুল ত্যাগ করিবে, দেশ রক্ষার জন্য গ্রাম ত্যাগ করিবে, অমঙ্গল হেতু সংসার ত্যাগ করিবে এত স্পষ্ট নির্দেশনা, এত চমৎকার পথপ্রদর্শন গৌতমের কাছেই আশা করা যায়। হ্যাঁ, আমরা সেই গৌতম বুদ্ধের কথা বলছি যিনি সংসারের কলুষতা থেকে, কষ্ট থেকে মুক্তি পাবার উপায় অন্বেষণে রাজসিংহাসন ছেড়ে অরণ্যে আশ্রয় নিয়েছিলেন। আমরা সেই গৌতমের কথা বলছি, যিনি ন্যায় দর্শন অর্থাৎ অক্ষপাদ দর্শনের প্রবর্তক। গৌতম জন্মেছিলেন আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগে। সে সময়টায় ভারত উপমহাদেশ এবং এর আশেপাশে হিন্দু ধর্মের জয়জয়কার। বেদ-বেদান্তের সীমাহীন শেকলে বাঁধা সমাজজীবন। এরই মধ্যে বেদ-সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও উপনিষদকে অবলম্বন করে পরমার্থ সংক্রান্ত কয়েকটি নতুন মতেরও আবির্ভাব ঘটতে শুরু করে। কালক্রমে এগুলি দর্শন নামে অভিহিত হয়ে যায়। এদের মধ্যে ছ'টি দর্শনকে প্রাচীন বলে মেনে নেয়া হয়। এরা হচ্ছে সাঙ্খ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা ও বেদান্ত।

বৌদ্ধধর্ম পাঠ করলে, এর মধ্যে বেদান্ত দর্শনের ছায়া দেখতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধধর্মের দুটি প্রধান বিভাগ। একটি হীনযান ও অপরটি মহাযান। কালক্রমে এ দুটি যান প্রায় দুটি ভিন্ন ধর্মে রূপান্তরিত হয়ে পড়ে। হীনযান পুরাতন এবং মহাযান আধুনিক। হীনযান বুদ্ধের বচনের ওপর প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু মহাযান দার্শনিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এ দুটি পথের ভেতর নানা অনৈক্য বর্তমান রয়েছে। তবে মূল যে পার্থক্য সেটি হচ্ছে হীনযানে নিজের মুক্তিই প্রধান লক্ষ্য, অথচ মহাযানে নিজের মুক্তির স্থান নাই। জগতের সকল মানুষ, পশু-পক্ষী ইত্যাদির মুক্তি আগে, তারপর নিজের মুক্তি। জগত যতক্ষণ বন্ধনাবস্থায় থাকে ততক্ষণ তাদের মুক্তির জন্য প্রয়াস ও সর্বপ্রকারের ত্যাগ স্বীকার করাই বোধিসত্ত্বের প্রধান উদ্দেশ্য।

হীনযানে কিছু কিছু হিন্দু দেবতার অস্তিত্ব চোখে পড়ে। বৌদ্ধ যখন পূর্ণজ্ঞান লাভ করেন তখন ইন্দ্র এবং ব্রহ্মা এসে সেই দিব্যজ্ঞান পৃথিবীতে প্রচার করার জন্য তাঁকে অনুরোধ জানান। এছাড়া কুবের ও বসুধারার নামও শাস্ত্রে উক্ত হয়েছে। বৌদ্ধের মৃত্যুর প্রায় চারশত বছর পর এদেশে বৌদ্ধমূর্তির প্রচলন ঘটে — এবং হিন্দু দেবতার মতই তিনি ভক্তদের দ্বারা পূজিত হতে থাকেন।

বৌদ্ধতন্ত্র মতে সৃষ্টির আদি ও অকৃত্রিম উৎপত্তিস্থল — শূন্য। এই শূন্যের অর্থ বিজ্ঞান ও মহাশক্তি ; শূন্য চিৎসদৃশ ও আনন্দস্বরূপ। এই শূন্য ঘনীভূত হয়ে প্রথমে শব্দরূপে দেখা দেয় এবং পরে তা পুনঃঘনীভূত হয়ে দেবতা রূপ ধারণ করে। বৌদ্ধদের আদিতন্ত্র গুহ্যসমাজগ্রন্থে এই বিবর্তনের একটি জাঁকালো বিবরণ দেয়া আছে। সেখানে দেখা যায় কায়বাক্‌চিত্তবজ্র সমাধি গ্রহণ করছেন এবং ভিন্ন ভিন্ন সমাধিতে সমাধিস্থ হবার পর এক একটি শব্দ উত্থিত হচ্ছে এবং এই ধ্বনিটি গাঢ় থেকে গাঢ়তর হতে হতে এক একটি ধ্যানী বুদ্ধ আকারে পরিণত হচ্ছে।
জগতের কারণরূপ শূন্য নিজেকে প্রথমে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেন। এইগুলোকে বৌদ্ধতন্ত্রে স্কন্ধ নামে অভিহিত করা হয়েছে। এখানে হিন্দুদের পঞ্চভূতের কথা স্মর্তব্য। বৌদ্ধতন্ত্রের এই পঞ্চস্কন্ধের নাম হচ্ছে রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান। পঞ্চস্কন্ধ অনাদিকাল থেকে বিদ্যমান এবং তাদের স্বভাব শূন্যাত্মক। কর্মবশে যখন এই পঞ্চস্কন্ধ একত্রিত হয় তখনই তারা দৃশ্যমান জীবে পরিণত হয়ে ওঠে।

আর জগতে জীব হয়ে জন্মানো তো খুব সুখের ব্যাপার নয়। খুশির ব্যাপার তখনই ঘটে যখন মোক্ষলাভ ঘটে। আর মোক্ষলাভ কী সহজ কথা, এর জন্য চাই সাধনা কঠোর সাধনা। সাধনার জন্য দরকার শারীরিক ও মানসিক পবিত্রতা ; এবং দেবতা সন্দর্শনের জন্য সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা। জগত শূন্যময় বলে নিরন্তর ভাবনা এবং জগতের কল্যাণের জন্য সবসময় করুণাদ্রচিত্ত, এই সাধনার জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজন।

ভগবান বুদ্ধ জন্মান্তর প্রতিরোধকল্পে সর্বজ্ঞতা জ্ঞানবলে পরমার্থ জ্ঞানসম্ভূত নিগূঢ় তত্ত্বের ব্যাখ্যা করতে যেয়ে পঞ্চস্কন্ধ, প্রতীত্যসমুৎপাদ, সপ্তত্রিংশ বোধিপক্ষীয় ধর্ম, চতুর্বিংশতি হেতুপ্রত্যয় প্রভৃতির মাধ্যমে যে শমথ-বিদর্শন ভাবনার বিবৃতি দিয়েছেন, এতে জগতের সকল প্রাণীর মোক্ষপথ সুগম ও সুপ্রসারিত হয়েছে বলে বৌদ্ধগণ বিশ্বাস করেন। তাঁরা এও বিশ্বাস করেন যে, জন্মান্তরবাদী প্রত্যেককে বৌদ্ধ প্রদর্শিত এই মোক্ষনীতি অনুসরণ করা যেমন কর্তব্য, তেমনি পরমার্থ গ্রন্থাদি পাঠ করাও একান্ত জরুরি।
এমনি একটি সংকলন বৌদ্ধনীতি সমুচ্চয়। এতে লোকনীতির অধ্যায়ে অনেকগুলো পদ চয়ন করা হয়েছে। পদগুলো বিন্যস্ত হয়েছে পণ্ডিত কণ্ড (পণ্ডিত কাণ্ড), সুজন কণ্ড (সজ্জন বর্গ), বালকণ্ড (দুর্জন বর্গ), মিত্র কণ্ড (মিত্র বর্গ), ইত্থি কণ্ড (স্ত্রী বর্গ), রাজা কণ্ড (রাজা কাণ্ড) মিস্‌স কণ্ড (মিশ্র কাণ্ড)। পাঠকবৃন্দ রচনার শুরুতেই আমি যে পদটি ব্যবহার করেছি এটি লোকনীতি পর্যায়ে মিশ্র কাণ্ড পর্বের অন্তর্ভুক্ত। এই পদে বৃহত্তর মঙ্গলের জন্য ক্ষুদ্র বাসনাকে পরিত্যাগ করার মন্ত্রনা প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু একই অধ্যায়ে নিচের পদগুলো বিশ্লেষণ করলে নারীদের প্রতি এক ধরনের তীর্যক বক্তব্য পরিস্ফুট হয়ে উঠে।

ক. দ্বিগুনো ইত্থীনমাহারো, বুদ্ধিচাপি চতুগ্গুণা;
ছগুণো হোতি বাযামো, কামোত্বট্ঠ গুভা ভবে।
অর্থাৎ নারী পুরুষের দ্বিগুণ আহার করে, নারীর বুদ্ধি নরের চারি গুণ; কার্যতৎপরতা ছয় গুণ, কামভাব অষ্ট গুণ।

খ. অগ্নি, আপো, ইত্থী, মূল্‌হো সপ্পা, রাজকুলানিচ;
অপযেন্তব গন্তব্বং, পচ্চেকং পাণহারকো।
অর্থাৎ অগ্নি, নারী, জল, মূঢ়, সর্প এবং রাজকর্মচারী বর্গকে বর্জন করিয়া চলিবে, প্রত্যেকের প্রাণ নাশ করিবার শক্তি আছে।

গ. ইত্থীনং ধনংরূপং, পুরিসানং বিজ্জাধনং;
ভিক্খুনঞ্চ ধনঙসীলং, রাজাঞ্চ ধনং বলং।
অর্থাৎ রমণীর ধন সৌন্দর্য, পুরুষের ধন বিদ্যা, ভিক্ষুর ধন শীল এবং রাজার ধন সৈন্য।

ঘ. সব্বা নদী বঙ্কা গতি, সব্বে কট্ঠ মযাবনা;
সব্বিত্থিযো করে পাপং লভমানে নিবাতকে।
অর্থাৎ সকল নদীর গতি বক্র, সকল বন বৃক্ষে পরিপূর্ণ, সকল নারীই সুযোগ পাইলে পাপ করে।

ঙ. উত্তমত্থং লভিত্বান' ভরিযং যো পদস্‌সতি;
তেন জহিস্‌সতত্তানং, সা চেবস্‌সন হেস্‌সতি।
অর্থাৎ যেই ব্যক্তি উত্তম সম্পদ লাভ করিয়া তাহা ভার্য্যাকে দেখায়, সে তাহার মৃত্যুর পথ পরিষ্কার করে, এমন কি সে তাহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়।

উপরোক্ত পদগুলোর সঙ্গে যদি আমরা পাঠ করি —

আপংপিবন্তি নো নজ্জা, রুক্খা খাদন্তি নো ফলং;
বস্সন্তি ক্কচিনো মেঘা, পরখায সতং ধনং।

অর্থাৎ নদী নদীর জল পান করে না, বৃক্ষ বৃক্ষের ফল খায় না, মেঘও নিজের জন্য বর্ষণ করে না, পর হিতের জন্য নদীর প্রবাহ, বৃক্ষের ফলদান, মেঘে বর্ষণ কার্য সম্পন্ন হয়। তখন কি বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় পুর্বোক্ত পদগুলো যিনি রচনা করেছেন সেই তিনি শুরুর পদ কিংবা শেষোক্ত পদটির রচয়িতা? আমাদের বিশ্বাস হতে চায় না, না আমরা বিশ্বাস করতে চাই না, গৌতম বুদ্ধ নারীদেরকে ক্ষুদ্র কিংবা প্রশ্নপূর্ণ করে তোলার জন্য পদ রচনা করতে পারেন। ইতিহাস আমাদের কী বলে? ইতিহাস বলে পত্নী যশোধরাকে ত্যাগ করে বনে গিয়েও গৌতম, একেবারেই নারী বিবর্জিত থাকতে পারেননি। বনবাসী গৌতম যখন জপ, তপ এবং কৃচ্ছসাধনার পরও কাঙ্ক্ষিত চেতনার সাড়া পাচ্ছিলেন না, তখন এই স্ত্রী জাতি — বৈশ্যবধূ সুজাতা প্রদত্ত পায়সান্ন ভক্ষণ করে পুনর্বার তপস্যাপর্বে ঈপ্সিত চেতনার সন্ধান পেয়ে যান। ফলে তিনি কি করে বিস্মৃত হবেন কল্যাণময়ী হাতের স্পর্শ!

জগতের সকল প্রাণীর হিতার্থে যার জীবনাদর্শ ও কর্মযজ্ঞ পরিচালিত হয়েছে, তিনি কিভাবে তাঁর বচনের মাধ্যমে স্ত্রী জাতির অবমূল্যায়ন করতে পারেন? সে সময় সমাজে নারীবাদী চেতনা জাগ্রত ছিল না, সেটি সত্যি মেনে নিলেও মহর্ষী কণ্ঠে শ্রেণিবিদ্বেষ অনুরণিত হবে কেন? আমরা বোধিসত্ত্বধারীর কাছে সাম্য ও শান্তির বাণী, অহিংসার প্রতিশ্রুতি কামনা করি। অথচ এ পদগুলোতে গৌতম কহেন... ...

পাঠসূত্র : ন্যায়দর্শন ; জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন। H.H. Wilson's Sanskrit & English Dictionary. Colebroke's Miscelleneous Essay's, 1873, Vol. ১. ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় ; অক্ষয়কুমার দত্ত। বৌদ্ধদের দেবদেবী ; ড. বিনয়তোষ ভট্টাচার্য। একের ভিতর তিন (বুদ্ধবাদ, স্মৃতিদর্পণ, লোকনীতি) ;